শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ণ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮

(২০১৮ সনের ১৪ নং আইন)

দেশের সম্ভাবনাময় যুবদের প্রশিক্ষণ ও উদ্‌বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে যুবদের নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ও আধুনিক মানসম্পন্ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু দেশের সম্ভাবনাময় যুবদের প্রশিক্ষণ ও উদ্‌বুদ্ধকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন করা এবং দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে যুবদের নিয়োজিত করিবার নিমিত্ত গবেষণা, উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং এতদসংক্রান্ত আনুষঙ্গিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিবার উদ্দেশ্যে একটি কেন্দ্রীয় ও আধুনিক মানসম্পন্ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন ও প্রয়োজন;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম এবং প্রবর্তন

১। (১) এই আইন শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ণ ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(১) “ইনস্টিটিউট” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট;

(২) “একাডেমিক কাউন্সিল” অর্থ ধারা ১১ এর অধীন গঠিত একাডেমিক কাউন্সিল;

(৩) “চেয়ারম্যান” অর্থ নির্বাহী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান;

(৪) “তহবিল” অর্থ ধারা ২০ এর অধীন গঠিত তহবিল;

(৫) “নির্বাহী কাউন্সিল” অর্থ ধারা ৮ এর অধীন গঠিত নির্বাহী কাউন্সিল;

(৬) “প্রবিধান” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৭) “বিধি” অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৮) “বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন” অর্থ University Grants Commission of Bangladesh Order, 1973 (President’s Order No. 10 of 1973) এর section 3 এর অধীন গঠিত University Grants Commission of Bangladesh;

(৯) "মহাপরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক;

(১০) "যুব" অর্থ জাতীয় যুবনীতি অনুযায়ী যুব হিসাবে নির্ধারিত বয়সসীমার বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিক; এবং

(১১) "রেজিস্ট্রার" অর্থ ইনস্টিটিউটের রেজিস্ট্রার।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় শেখ হাসিনা জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (Sheikh Hasina National Institute of Youth Development) নামে একটি ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, উহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার , অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে ও ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা স্থাপন করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয়

৪। (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলায় থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি

৫। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথাঃ-

(১) যুবদের জন্য উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ এবং ইনস্টিটিউট কর্তৃক উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত কোন বিষয় বা বিষয়সমূহের উপর শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(২) প্রশিক্ষিত মানবসম্পদ হিসাবে যুবদের বিকাশের লক্ষ্যে যুগোপযোগী কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;

(৩) যুব কর্মের অভিঘাত বিশ্লেষণ (impact analysis) ও চিন্তা-কেন্দ্র (think-tank) হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(৪) একাডেমিক ডিগ্রি, ডিপ্লোমা, সনদ বা উপাধি প্রদান;

(৫) যুব বিষয়ক নীতি ও উদ্ভাবনী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যুব কর্মকে সহায়তা প্রদান করিবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(৬) যুব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান এবং যুবদের পেশাগত দক্ষতা গড়িয়া তুলিবার লক্ষ্যে এবং দেশের বৃহত্তর কল্যাণে যুবদের অংশগ্রহণমূলক অন্তর্ভুক্তির স্বার্থে যুবদের মননশীলতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, নেতৃত্বের গুণাবলি, আত্মনিবেদিত সমাজকর্মের প্রতি আগ্রহ ও অনুরূপ গুণাবলি বিকাশের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণামূলক কর্মসূচি ও ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন;

(৭) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যুব বিষয়ক সেমিনার, কর্মশালা ও যুব সমাবেশ আয়োজন এবং যুবদের নেতৃত্ব বিকাশের জন্য যুব ফোরাম, যুব, পার্লামেন্ট ইত্যাদি গঠন;

(৮) বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৮ নং আইন) এর অধীন স্থাপিত বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়তায় যুব সংক্রান্ত বিষয়ে দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান;

(৯) যুব প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়ে ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও প্রকাশনা;

(১০) যুব উন্নয়ন ও গবেষণা কর্মের জন্য আধুনিক গবেষণাগার, তথ্য-ভাণ্ডার, লাইব্রেরি ও ই-লাইব্রেরি স্থাপন;

(১১) যুব প্রতিষ্ঠানসমূহকে পরামর্শ প্রদান;

(১২) যুব বিনিময় কর্মসূচি গ্রহণ, যুব বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও যুব উন্নয়ন বিষয়ে যৌথভাবে কাজ করিবার লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়, ইনস্টিটিউট, স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক যুব উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত চুক্তি সম্পাদন;

(১৩) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন; এবং

(১৪) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন।

ইনস্টিটিউটের উপদেষ্টা

৬। (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইনস্টিটিউটের একজন উপদেষ্টা থাকিবেন।

(২) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা উপমন্ত্রী উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) এই আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য উপদেষ্টা নির্বাহী কাউন্সিলকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবেন।

পরিচালনা ও প্রশাসন

৭। ইনস্টিটিউটের সাধারণ পরিচালনা ও প্রশাসন নির্বাহী কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে নির্বাহী কাউন্সিলও সেই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

নির্বাহী কাউন্সিল গঠন

৮। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের নির্বাহী কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা :-

(ক) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যিনি উহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(চ) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ছ) সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(জ) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঝ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি;

(ঞ) মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর;

(ট) নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল;

(ঠ) বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক মনোনীত উহার একজন মেম্বার ডাইরেক্টিং স্টাফ;

(ড) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(ঢ) বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(ণ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক মনোনীত দুইজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ, যাহাদের মধ্যে একজন বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হইবেন;

(ত) সরকার কর্তৃক মনোনীত যুব বিষয়ে জ্ঞান সম্পন্ন একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ, একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং যুব সংগঠনের দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের মধ্যে একজন নারী হইবেন।

(থ) ফেডারেশন অফ বাংলাদেশ চেম্বার্স অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি; এবং

(দ) মহাপরিচালক, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (ণ), (ত) ও (থ) এ উল্লিখিত মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে মনোনয়ন প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, যে কোনো সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোনো সদস্যকে তাহার পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে বা মনোনীত কোনো সদস্য উক্ত কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্যে স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

নির্বাহী কাউন্সিলের সভা

৯। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাহী কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) প্রতি ৬ (ছয়) মাসে নির্বাহী কাউন্সিলের অন্যূন একটি সভা অনুষ্ঠিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) নির্বাহী কাউন্সিলের সদস্য-সচিব, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, লিখিত নোটিশ দ্বারা কাউন্সিলের সভা আহবান করিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান নির্বাহী কাউন্সিলের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক, তাহাদের মধ্য হইতে, মনোনীত কোন সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৫) নির্বাহী কাউন্সিলের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৬) নির্বাহী কাউন্সিলের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভায় সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।